সংবাদ

তারিখ 22 JAN 2016

বিসিএস শিক্ষা সমিতির জরুরি সভা আজ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

অষ্টম বেতন কাঠামোয় অধ্যাপকদের পদমর্যাদা ও বেতনক্রম অবনমনের প্রতিবাদে এবং পদ আপগ্রেডশন, সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল পুনর্বহালের দাবিতে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি আজ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) মিলনায়তনে জরুরি সাধারণ সভা আয়োজন করেছে। সংগঠনটি বৈষম্য নিরসনে সুপারনিউমারারি পদ সৃষ্টির মাধ্যমে পদোন্নতিসহ বিভিন্ন দাবিও জানাচ্ছে।

গতকাল সমিতির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এ সভার মাধ্যমে সমিতি সারাদেশের শিক্ষা ক্যাডার সদস্যদের মতামত নিয়ে দাবি আদায়ে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবে। শিক্ষা ক্যাডারে সুনির্দিষ্টসংখ্যক পদ ১ম গ্রেডে উন্নীতকরণসহ ক্যাডারের সব পদের আপগ্রেডেশন করতে হবে। তা না করে বর্তমান পে স্কেলে উল্টো তার অবনমন করা হয়েছে, যা সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করার শামিল।

বিসিএস শিক্ষা সমিতির কার্যনির্বাহী সদস্য **আবদুল কুদ্দুস শিকদার** জানান, সভায় সারাদেশের ৩০৫টি সরকারি কলেজের শিক্ষকরা উপস্থিত থাকবেন। সকাল ১০টায় শুরু হয়ে বিকেল ৪টা নাগাদ চলবে সভা।

শিক্ষা সমিতির দীর্ঘদিনের দাবি, শিক্ষা ক্যাডারের পদসমূহ ২য় ও ১ম গ্রেডে উন্নীতকরণের বিষয়টি পে স্কেলে বিবেচনায় আনা হয়নি। এর আগে শিক্ষা ক্যাডারের ৫ম গ্রেডের সহযোগী অধ্যাপকরা পদোন্নতি পেয়ে ৪র্থ গ্রেডে অধ্যাপক হতেন। এর ৫০ ভাগ সিলেকশন গ্রেড পেয়ে ৩য় গ্রেডে উন্নীত হতেন। বর্তমান পে স্কেলে উচিত ছিল এই বৈষম্য নিরসন করে শিক্ষা ক্যাডারের সদস্যদের মধ্য থেকে গ্রেড-১ নিশ্চিত করা। তা না করে সিলেকশন গ্রেড বাতিলে অধ্যাপকরাই ৪র্থ গ্রেড হতে অসম্মানজনকভাবে অবসরে যাবেন। ফলে ক্যাডার সদস্যরা মর্যাদা ছাড়াও বিশাল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ করা হয়েছে। শিক্ষা সমিতির সভাপতি নাসরীন বেগম ও মহাসচিব আইকে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, সরকারের অনুমোদিত ১৯৮৩ সালের এনাম কমিটি ও ১৯৮৭ সালের সমীক্ষা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পদ সৃষ্টি না করায় অনার্স-মাস্টার্সে পাঠদানকারী সরকারি কলেজসমূহ ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।